রোদেলা দুপুর

রোদেলা দুপুর

মো. মাহতাব উদ্দীন

রোদেলা দুপুর
মো. মাহতাব উদ্দীন
প্রকাশকাল: আগস্ট-২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : ছায়ানীড়
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. আশরাফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: --/-(---- টাকা) মাত্র
আইএসবিএন:
ISBN:

Rodela Dupur by Md. Mahtab Uddin , Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: August-2024, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid, Book Setup: Md. Ashraful Islam, Chayyanir Computer, Price: ---------/- (Two ------------- Taka Only). ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

উ ৎ স র্গ

মেয়ে
শামীমা আফরোজ (মলি) কে

ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে কবিতা। ছন্দ-অলংকারের মিশ্রণে কবিমনে যে ভাবাবেগের উদয় হয় তাই কবিতা। কবিতা একটি সমাজ সভ্যতার ধারক ও বাহক। কবিতার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠে সে যুগের ভাষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা। কবিতা শুধু মানব মনের হৃদয়গ্রাহী কথামালাই নয় এর মাঝে লুকিয়ে থাকে গূঢ়তত্ত্ব। কবি তার কলমের আচড়ে তুলে আনেন সমাজের অন্যায় অবিচার, নিসর্গ প্রকৃতি। মানুষের আতের কথা উঠে আসে কবিতায়। প্রাসঙ্গিক বাস্তব জ্ঞানকে নির্মোহ করে তোলে। মানুষের বিবেকবোধ ও কর্ম স্পৃহাকে জাগিয়ে কর্মোদ্যমী করে তোলে কবিতা। কবিতা জীবনের কথা বলে, কবিতা স্বাধীনতার কথা বলে। কবিরা সমাজের মানুষের মনোজগতের চেতনার অনুভূতি সংগ্রহ করে শব্দ গেঁথে কবিতার দেহ নির্মাণ করেন। কবিতা কবির একান্ত অনুভূতির ফসল হলেও সে অনুভূতি পৃথিবীর আপামর অনুভূতির বহির্প্রকাশ। কবিতা মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য তৈরি করে। কবিতা সময়ের প্রকোষ্ঠে-চৌকাঠের ফ্রেমে বন্দি হওয়া বস্তু নয়। কবিতা দেশ কালের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিশ্বের অসীম সীমানায় নিয়ে যায়। কবি মনের চমৎকার শব্দের গাঁথুনি মানুষকে বিমোহিত করে। 'রোদেলা দুপুর' কাব্যগ্রন্থে কবি মাহতাব উদ্দিন প্রতিটি কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন চমৎকার অলংকার উপমায়। প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের দোরগোড়ায় কালের আবহের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আশা করছি গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

সূচী

রোদেলা দুপুর ❑ ১১
আমার দায়ভার ❑ ১১
এনেছি আমি ❑ ১১
শুদ্ধ নির্বাচন ❑ ১১
পবিত্র মৃত্তিকার সন্তান ❑ ১১
কবি ❑ ১১
সুন্দরের পূজারী ❑ ১১
কবিতা নয় গল্প ❑ ১১
আমি কবি তাই লিখি ❑ ১১
প্রত্যাবর্তন ❑ ১১
সংগ্রামী অবলা ❑ ১১
সহজতর প্রত্যাশা ❑ ১১
স্বপ্নে ঘেরা বাড়ি ❑ ১১
কবি ❑ ১১
নিষেধ বেড়ী ❑ ১১
আমার বন্দেগী ❑ ১১
খেলা ❑ ১১
দুঃখকে সরিয়ে রাখি ❑ ১১
ওহে অপ্সরী স্বর্গে পৌঁছে দেব ❑ ১১
কেউ প্রেম করে কেউ প্রেমে পড়ে ❑ ১১
সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত ❑ ১১
আমি তো সেই লোক ❑ ১১
শঙ্খনীল কারাগার ❑ ১১
মৌমাছিগুলো উড়িয়ে দিব ❑ ১১
কবিতা আমার ❑ ১১
পছন্দ অপছন্দ ❑ ১১
মহিমাময়ী ❑ ১১
সবাই প্রেমিক ❑ ১১
জন্ম মৃত্যু প্রতিদিন ❑ ১১

১১ ❑ চোখে পড়ে
১১ ❑ আলিঙ্গন
১১ ❑ শপথের রাত
১১ ❑ আমি তাদের মত নই
১১ ❑ মানুষ কাব্যময়
১১ ❑ সম্ভাবনার উন্মুক্ত দ্বারে
১১ ❑ আপন করে নাও
১১ ❑ বৈরিতা
১১ ❑ নির্লজ্জ
১১ ❑ অম্লান স্মৃতি
১১ ❑ বাঁচতে শিখা
১১ ❑ আনন্দ-বেদনা
১১ ❑ কালের হাওয়া
১১ ❑ তোমাকে পেলাম
১১ ❑ তথাকথিত জ্ঞানী
১১ ❑ আমি আর কাঁদবো না
১১ ❑ কবির স্বপ্নই কবিতা
১১ ❑ কবিকে গুড বাই
১১ ❑ কবি ও কবিতা
১১ ❑ পৃথিবীর রঙ্গ মঞ্চে
১১ ❑ বাঁধন হারা
১১ ❑ মহা সংশয়
১১ ❑ তারই হাতে কাস্তে দাও
১১ ❑ মাপ-জোক
১১ ❑ তুমি
১১ ❑ সুরেলা স্বরধ্বনি
১১ ❑ মুক্তিযোদ্ধা
১১ ❑ মানবতার হুঁশিয়ারী
১১ ❑ ভালোবাসার মন

রোদেলা দুপুর

সকালটা সুন্দর: সোনা সোনা রোদ মাখা
চেয়ে দ্যাখো ওই নীলাকাশ পরেছে মেঘের নূপুর
শীত সকালটা আজ কুয়াশার চাদরে মোড়ানো-
প্রকৃতির কপালে স্বপ্ন আঁকা
দিগন্ত জুড়ে রয়েছে রঙিন মেঘ ছড়ানো
তোমার দুচোখ মেলে আমার এই চোখে
চেয়ে থাকা
নিছক তোমার ছলছলনা- ।
কুয়াশার চাদর নেবে না-মেঘ নেবে?
চাইলে তুমি নিতে পার-সোনালি রোদ্দুর ।
ইচ্ছে করেই নিলে না-
তুমি নিলে রোদেলা দুপুর- ।
সকালটা দিতে চাইলাম-মেঘলা আকাশ
রংধনু রং- বিকেলেও তোমার মন ভরে না
চাই তোমার ঝকঝকে রোদের দুপুর
রোদেলা দুপুর ।
খাঁ খাঁ রোদ্দুর পেরিয়ে চল
পড়ন্ত বিকেল স্পর্শ করি
পাখিদের উড়ন্ত ডানার দুরন্ত-পনা লক্ষ্য করি
আঁকা বাঁকা মেঠো পথ- ।

তুমি চাইলে না-হাতটা তোমার ধরি ।
ইদানিং এই আমাকে এড়িয়ে চলায়
বেশ পারঙ্গম তুমি ।-
মনে রেখো ! পৃথিবীতে সুখ আসে
দুজনার হয়ে-
স্বপ্ন স্বাদ পূর্ণ সরে প্রশান্তি আনে বয়ে ।
সোনা রং আবীর মাখা সন্ধ্যার
এলোমেলো মিষ্টি হাওয়া দিতে চাইলাম
তুমি বললে, না নিবো না- এই সামান্য উপহার
তুমি নিলে জীবনের ছন্দ পতন গদ্যময়
সংগীত নিঝুম রাতের দীর্ঘ অন্ধকার
তোমার এই অসমন্বয়ী চাওয়া
আমাকে প্রবঞ্চিত করার একটা দুষ্টু বাতিক ।
দ্রুততম সময়ে সমন্বয় জরুরী
সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ
স্পর্শ সোহাগ
প্রেম রাগ অনুরাগ ।

আমার দায়ভার

আমি শেখাতে পারিনি তোমাকে
আমার মিত্র মনের নৈতিক সারল্য
আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বের ঐশী আদর্শ
স্রষ্টার অপার্থিব নির্ভুল বাণী।
শুধু ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই-
তোমাকে দিতে পারিনি বৈরী বাতাসে
আনুকূল্যের মিষ্টি হাওয়া, দিতে পারিনি
অনুকম্পা ভালোবাসা-
মানুষ হয়ে উঠার দক্ষ ব্যবস্থাপনা।
আমি তোমাদের শেখাতে পারিনি,
দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে কি করে
করুণ বিষাদ সিন্ধু লিখতে হয়,
সেই সভ্যতাও দিতে পারিনি
যে সভ্যতা তোমাদের মান-সম্মত
মানুষ রূপে গড়ে তুলবে।
আমারই বড় ভুল-
আমি তোমাদের মহা গ্রন্থের কথা বলিনি।
আমি তোমাদের কবিতার কথা বলিনি,
বলিনি ইসলামের কথা
কবিতা পাঠের কথা বলিনি-
আমি তোমাদের কবিতায় জীবন যাপনের
কথা বলিনি।

এনেছি আমি

এনেছি আমি নিজেকে তোমার কাছে
চেয়ে দেখো তোমরা নিজেদের মতো
দেখো আমার শরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
তোমাদের মত কিনা? আমার তো
দুটি হাত দুটি পা একটি মাথা
দুটি চোখ দুটি কান সবকিছু
ঠিকঠাক যার যার অবস্থানে
তোমাদের মতই সাজানো গোছানো।
আমি কি বলতে পারি না?
তুমি যা আমি তাই।
সমগোত্রী বটে। অমিল কোথাও আছে-
এ জন্যই আমার একটি স্বাতন্ত্র নাম আছে
যেমন তোমাদের আছে লিঙ্গ ব্যবধান ছাড়াও।
আমি এনেছি আমাকে সেই ৬২-বছর
আগে এই শ্যামল বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে
জন্ম নেয়া এক উচ্ছল শিশুর ধীরে বাড়ন্ত
শরীর, অবয়ব যার আজ বৃদ্ধের মুখশ্রী
মাথার চুল পাকা-গোফ দাড়ি, চামড়ায় ভাঁজ
তবুও তো এনেছি টেনেটুনে তোমাদের কাছে
কি দণ্ড দেবে? দাও অশ্রাব্য কিছু উপহার, দাও যা কিছু
পাওনা আমার- আমার দায়ভার।

শুদ্ধ নির্বাচন

নির্বাচিত সংসার দুটি জীবনের
এক তুমি দুই আমি গড়েছি
তারপরও মনে হয়
কিছু ভুল আমারে কিছু ভুল তোমারে
তাড়িয়ে বেড়ায়, সন্দেহের নিভুদীপে
আগুন জ্বালিয়ে সময় অসময়,
জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত হল যুগযুগ।
শুদ্ধ জীবনযাপনের প্রয়োজনে
তোমার ভুলগুলো ভুলে যাও
আমার নিশ্চয়তা নিয়ে,
আমার ভুলগুলো ভুলে যাবার
নিশ্চয়তা তুমি দাও দেহের
ভিতর থেকে মন-প্রাণ খুলে।
চলায় বলায় সৌখিন সুন্দর
গড়ে তুলি প্রিয়তমের কাঙ্ক্ষিত মন
নিষিদ্ধ দেখা আর কখনো দেখবে না
কারো চোখ, যন্ত্রণায় দগ্ধ ক্ষত
ভালোবাসার প্রতিষেধক নিয়ে
সারিয়ে ফেলি স্বল্পতম সময়ের ভিতর।

পবিত্র মৃত্তিকার সন্তান

তরঙ্গায়িত রমণীর তনুখানি যদি অভ্যস্ত হয়ে যায়
ভিন পুরুষের ভার বয়ে যাওয়ার জীবিকার অন্বেষায়
মুঠোয় মুঠোয় টাকা সভ্যতার পরিভাষায় সে নাম বেশ্যার।
অন্যথায় বিনিময় প্রথায় অনাগ্রহী নারী রূপ নষ্টার
হায় সভ্যতা! হায় জাগ্রত জনতা! আমার দেহখানি তোমাদের কোন
মিডিয়ায় করো না প্রচার কোন বেশ্যার কোন নষ্টার সমান্তরাল।
আমি বেঁচে থাকতে চাই পবিত্র আত্মায়
সমাজ অঙ্গনে গ্লানিহীন প্রেমের বন্ধনে
দখিনার বাতায়ন মেলে মিষ্টি বাতাসে
নিঃশ্বাস নিতে চাই আমার এই চঞ্চল বুক ভরে
আমি বন্ধু হতে চাই মানুষের অকৃত্রিম।
কিন্তু পারি না কেন? প্রশ্ন জেগে থাকে মনের গহীনে
বাইরে ভীষণ শব্দ হয়ে- ওই প্রশ্নের জবাব দাও হে সভ্যতা-
তোমরাই ঝুলিয়ে রাখ মনুষ্য পবিত্র তনু-মন
তোমাদের দণ্ড মঞ্চে বিরাট প্রহসন।
অথচ পবিত্র আত্মার পবিত্র মনের এই মানুষগুলো
সামাজিক অপকীটেরাই নষ্ট করে, বীভৎস অপ-প্রচার ওরাই করে।
তোমরা যে যাই বল-
আমি বেশ্যার কেউ নই, আমি নষ্টারও নই
আমি পবিত্র প্রাণের মানুষ
পবিত্র মৃত্তিকার সন্তান।

কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি, কাজী নজরুল ইসলাম কবি,
কবি মুখ কথা বললেই-মুখ কবি হতে পারে না।
তার কলম লিখে তবু কলম কবি নয়।
তার হাত তার আঙ্গুল কলম চালায়, শুধু কোন অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ কবি হতে পারে না। কবি চোখ অনেক কিছু দেখে
কারো চোখ কবি কিনা আমি জানি না।
তবে হৃদয় যাদের কবি তারা কবি হতে পারেন।
আবেগ তাড়িত উৎসুক মন ভিতরে বাইরে কবিকে
দিন দিন পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।
রসে টইটম্বুর মন কবিতা প্রাচুর্যে যখন উপচে পড়ে
কবির সাধ্য কি সে রস নিজের করে ধরে রাখে?
মৌসুমী- বায়ুর মত সে রসে কখনো কাগজের বুকে অক্ষর
বৃষ্টি হয়। কখনো বানের পানি হয়ে নদী কূল ভাসিযে চলে।
বেগবান সৃষ্টি একদিন জাতীয় স্রোতে মিশে যায়।
কবি কবি হয়ে যান।
তিনি কবি ব্যক্তিত্বে জাতিতে সাহিত্যে।

সুন্দরের পূজারী

সুন্দর এই পৃথিবীতে পৌরুষী চোখে ভাসে
অনুপম রমণীয় মুখে মুখ
নাক নেত্র পেলব শরীর-স্বগত মনুষ্যত্বে স্বাতন্ত্র রূপ
রমণীও মানুষ তারও ইচ্ছে শৈল্পিক রূপ রেখায়
কেবল জৈবিক সহজিয়া সুখ।
বিশাল বিশ্বায়ন আমারও কেড়ে নেয়
এই দেহ মন
আমারও সাধ জাগে দেখে যাই সুন্দর
তোমার মধুঝরা মধুবন আরণ্যক যৌবন।
একটি মৃত্যুর পর ভাঙে একটি ঘর
স্বজনেরা কাঁদে।
কিছু কিছু মৃত্যু, মৃত্যু নয়- হত্যা
গোপন অথবা প্রকাশ্য।
সুন্দরের পূজারী তারাও
হয়তো একটু বেশি
সেই অপরাধে।
ইতিহাসের প্রথম মৃত্যু
হয়নি মানবের, হয়েছে সেটা হত্যা-
ঘৃণায় মরি- রহস্য বিষাদে
কী নিষ্ঠুর লিখা হয়ে আছে সেই ইতিহাসে।

কবিতা নয় গল্প

পাঠকদের এতদিন শুধুই ঠকিয়েছি, বোকা বানিয়ে তাদের
কবিতার ছলে গল্প শুনিয়েছি,
সত্যে মিথ্যে সাজানো,
অ-কবিদের কবিতা লেখা হয় না আমি জানি,
বাজাতে না শিখে বাঁশী
সাধ করে সখের বাঁশী বাজানো।

আমার শৈশবে মা বলতেন পরিচিতদের-
আমার ছেলেটা কথা বলতে চায় না কারো সাথে,
আড়ালে আড়ালে থাকে-
গাছ লতা আর পাখিদের নিয়ে সারাদিন কাটে,
পুকুরের পার, নদীর ধার, আর মাঠের আঁইল ধরে হাঁটে-
লেখাপড়ায় মন নেই, স্কুলে যাবে কবে?

মায়ের সেই ছেলেটি আমি বড় হয়ে-
অনেক গল্প শিখেছি, লিখেছি অনেক কবিতা,
গান কবিতা আর গল্প দিয়ে আমার কি হবে?
এখন মানুষ কবিতা পড়ে না, শুনে না কোন গল্প,
ভাবছি এত গান, এত কবিতা আর গল্প
কারো জীবনের জন্য কিছুই বয়ে আনবে না?

আমি কবি তাই লিখি

অভিমানী মন আমার, বলে দিয়েছে, “লিখো না”
আমি আর লিখবো না কবিতা-
সুরে ভরা গান
কবিতায় নেই প্রাণ।

গানে নেই সুর-
ভুলে ভরা পৃথিবী এখন নৈরাজ্য,
বিশ্বাসে ভালোবাসায় নৈরাশ্য,
সাঁঝের অবেলায় বাজে মেঘের নূপুর,
কলোনির বস্তিতে কোলাহল মাতাল দুপুর।

চারদিকে যতই দেখি আচানক ফাঁকিফুঁকি,
এত আলো থেকেও কেমন বিদঘুটে অন্ধকার
মনে হয় নেই যেন প্রয়োজন এখন
আর কোন কবিতার।

মাইকেল লিখে গেছেন মহাকাব্য,
রবি নজরুলের সংগীত সুখশ্রাব্য,
সুকান্ত লিখে লিখে পরিশ্রান্ত
আমার লেখায় ছেদ টানি মিলে না আদ্যন্ত।

বুঝি না আমি লেখব কেন,
এত সবের কি আছে দরকার?
আমি কবি তাই লিখি
প্রয়োজন বুঝি না-
বনের পাখি গান করে প্রতিবেশীর মনোরঞ্জনে,
তার ভাষা তার বোল
মানুষ আমরা খুঁজি না।

প্রত্যাবর্তন

বিনম্র হেঁটে যাচ্ছি আমরা-
কখনো দলবদ্ধ অথবা একাকী বিক্ষিপ্ত
কিছু জল্লাদ সময়ের কাছে

অথবা সহসা অনিবার্য প্রত্যাবর্তন
আমাদের তাদের প্রয়োজনে
তাদের ভাল লাগার কাছে।

বিবেকতাড়িত হয়ে আমরা শপথ করেছি
কেউ কারো গায়ে স্পর্শ রাখবো না-

কেননা এখন সময় বড় দুঃসময়
এখন দস্তি-অদস্তি কেউ কারো নয়।
চারিধার অন্ধকার অমানিশার অথৈ আঁধার
অতল সাগরে আমরা নিমজ্জিত

তেজি ঘোড়ার দল হ্রেষা ডাকে বার বার
ময়দান কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে তোলপাড়
ওরা যে কোথায় ছুটে যাচ্ছে কেউ তা জানে না?
আমরাও জানিনা- কোথায় যাচ্ছি?

সংগ্রামী অবলা

জীবন সংগ্রামে এগুতে পথ চলা-
অতিক্রান্ত পথ যদিও বন্ধুর
তবুও বেশ দূর। দূরত্ব মেনে নিলাম।

আবেগ উন্মাদনায় বিভোর হয়ে
সখের সাজনে সেজেগুজে
হলাম বঁধু এক রুদ্রের প্রেমে হাবুডুবু
কখনো চিৎকাৎ সাঁতার কখনো বা উঁচু।

হতে চেয়েছিলাম পুত পবিত্র হাওয়া
জনৈক আদম সহচরী-পারিনি।
ইচ্ছাহতের দণ্ডাদেশে-
পণ্য হয়ে গেলাম বহুত্বের।

স্বামী এককে কাটে রাত সুখ সঙ্গমে
শতশত বার।
বহুগামী হলে নারী অদম্য ধর্ষিতা
হয়ে যায় প্রতিবার।
আয়নাতে সম উচ্চতায় দাঁড়িয়ে দেখি-
বেশতো ছিলাম, এখনো আছি-

পরম উপাদেয় উপভোগ্যের ভাবছি
আমি কি শুধুই ভোগ্য পৌরুষী পণ্য; অন্যের?

বিকৃত ইচ্ছেগুলোকে ধিক্কার ছিঃ সুন্দরী ছিঃ
আমি কি তসলিমা নাকি নাছরিন?

সহজতর প্রত্যাশা

বহুতল ভবনে উচুতে উঠা খুবই কষ্টের
একতল দ্বিতল ত্রিতল
হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি পথ অতিক্রম
সহজ কথা নয়
লিফটে চেপে উঠা নামা খুবই সহজ
বিদ্যুৎ বিভ্রাট না হলে।

স্বপ্নের সিঁড়ি স্বপ্নেই সোজা
বাস্তবে কঠিন-রানে পড়ে টান
হাঁটুতে ব্যথা-উঠা-নামা করা হলে।

কল্পনায় তোমাকে যত কাছে পাই
ধ্যান ভেঙ্গে দেখি-তুমি কাছে নাই-
ভেবে বড় কষ্ট পাই-
সত্যিই যদি আর দেখা না পাই?
তুমি উচুতে আমি ভূমিতে
দুরত্ব মেপে দেখি অনেক অনেক দূর-
মাথার উপর নীলাকাশ আরও বহু দূর-
ব্যবধান কমিয়ে এসো না ভূমিতে
সমান্তরাল এক হয়ে যাই।

স্বপ্নে ঘেরা বাড়ি

হেলেনের ট্রয়-নগরী দেখিনি কখনো-
দেখেছি তাজমহল শাহজাহান নির্মিত
প্রিয় মমতাজের সমাধি পর-।

ট্রয় নয়, তাজমহলও নয়
তোমাকে দিতে চাই আমি এবং দেব
আমার প্রিয় স্বপ্নে দেখা
একটি রঙিন ঘর।

তুমি যেমন স্বপ্ন দেখ
তোমার স্বপ্নের মাঝে থাকে অনেক সাজানো গল্প
গল্পগুলোর মানে বুঝি না-
মিল খুঁজি না- খুঁজলেও পাই মিল অল্প।

শোনা সেই গল্প থেকেই
আমার স্বপ্ন দেখা শুরু।
কবে তার শেষ দেখাটা
কাব্য স্বপ্নের শেষ লেখাটা
কবে শেষ? সেটা ভেবেই
অন্তরে সুখ-হৃদয় দুরু দুরু।

সুবাস ভরা ফুল তোড়া নয়
তাজমহল আর ট্রয় নগরী নয়
আমি তোমায় সত্যি দেব
স্বপ্ন ঘেরা একটি বাড়ি
একটি রঙিন ঘর
আমরা আপন সবাই মিলে
থাকবো জীবন ঘর।

কবি

আমি স্বপ্ন দেখি-কবিতার প্রতিচ্ছবি
আমি যা দেখি
এলোমেলো ভাবনায় শব্দে বিশব্দে
করি প্রতিবাদ, উদ্ভূত সংকটের লেখালেখি
সরলতম সমাধান আমার লেখনী।
বিশৃঙ্খল মানুষেরা সুশৃঙ্খল হবে
অমঙ্গল যত সব দূরীভূত হবে।
মানুষের পৃথিবীতে মানুষ প্রেম দিবে নেবে।
আমি যা দেখি তা যদি সত্যি হয়
দেখা স্বপ্নগুলো আমার তবে তো মিথ্যে নয়।
আমার সৌন্দর্যবোধ থেকে ভাষার অক্ষরে
আঁকি কাব্যকলার সুন্দর ছবি
সঙ্গীত জীবন আমার ছন্দে বিছন্দে, স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি
আমি তো কবি।

নিষেধ বেড়ী

দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাও
বেশ মজা পাও জিহ্বা নামের রসনাতে
তোমার দু'চোখ পলকবিহীন চেয়ে থাকে
আমার এই নিটোল বুকে
তারুণ্য মাদক অঝোর ধারায় ঝরিয়ে
নেবার স্বপ্ন সুখে।
নিষেধ বেড়ী দেইনি তারে-
পাইনি সুযোগ দেবো বলে।
আমিও তার পশ্চাৎ কীসে?
আমার চোখও ওই চোখেতেই
সময় সময় যায় যে মিশে।

আমার বন্দেগী

আমি বন্দেগী করি আল্লাহর
যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে
আমার পিতা-মাতার পুলক পুষ্প রেনুর সম্মোহনে
গতিময় রক্তে আমার সে রেনুর স্পন্দন
প্রিয়তম স্বপ্নেও প্রজন্ম সৃষ্টির নেশায় মত্ত।
প্রমত্ত পদ্মার গতি ধারার মত।
এভাবেই আমি-আমরা হয়ে চলেছি
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে
তার আলো বাতাস জলে
ডানা মেলি, কাটি দীর্ঘ সাঁতার।
বেসুমার নিয়ামতে পৃথিবী সমৃদ্ধ
জৌলুসী জীবন, যৌবন সুখকর নিদ্রা, আহার
অমৃত স্বাদের এত সব বেহেস্তী দ্রব্য পৃথিবী জুড়ে,
অতএব সব প্রশংসা তার
যিনি সুস্যদেহ শ্রেষ্ঠ জীবন দিয়েছেন
শ্রেষ্ঠ কিতাব আল-কোরআন
শ্রেষ্ঠ নবী, সুন্দর দেশ, আশা ও ভাষা দিয়েছেন,
দিয়েছেন তাকে অনুভবে
অনুরণের জন্য সুন্দর একটি মন।

খেলা

ধরতে গেলাম-ফসকে গেলে-
বুঝি বা লজ্জা পেলে-।
কি এমন দোষটা হতো-
একটুখানি ছোঁয়াই পেলে?
ভাবলাম আমি- তুমিতো নও-
হবে হয়তো অন্য কারো অন্য কেউ।
সঙ্গোপনে সঙ্গে কারো
ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে সেও!
খুশির নেশায় দিল দরিয়ায়
বুকের ভিতর তুলছে ঢেউ।
দুষ্টু দুচোখ আমার হয়ে
তোমার ছবি তুলছে সব
মনটা জুড়ে শুধুই তুমি
আর কারো নেই অনুভব।

দুঃখকে সরিয়ে রাখি

বুক ভরা সুখ আর
গাল ভরা হাসি
প্রীতি বন্ধনেও লাগে কথা রাশি রাশি
আর আনন্দে বিভোর হতে চাই
প্রাণে প্রাণ
সুরের মাধুরী ঢেলে কর
আরও আরও গান।

পৃথিবীকে মানুষ কত ভালোবাসে-
তার কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসে
দেখা যদি পাও- প্রিয়জন কারো
ফিরে ফিরে চাও- যত খুশী পারো
ভাল লাগবে অন্তরে তারও।

মানুষ ভালোবাসে মানুষ
পাখিরা পাখি-
মানুষের বুকেই মানুষের সুখ
দুঃখকে সরিয়ে রাখি।
হৃদয় ছোঁয়া চোখ তোমার
আমাকে ছুঁয়েছে
আমাকে বাউল করেছে।

ওহে অপ্সরী স্বর্গে পৌঁছে দেব

তোমার যা কিছু আছে
সহায় সম্পদ
ধনরতন-ও সবই তোমার পৃথিবীর
কিছুই নেব না আমি ও সব কিছু দিলে।
চাইলে আমি দিতে পার তুমি।
পুরো যৌবন স্বর্গীয় সব নেব
প্রেম ভালোবাসা সব

আমি স্বর্গে পৌঁছে দেব।
নিজের করে ধরে রাখবো না কিছু হাতে
চাও যদি দেব নিশ্চয়তা
এসো মধু চন্দ্রিমায় ফাগুন ঝরা রাতে।
তোমার যা কিছু আছে
সহায় সম্পদ
ধন রত্ন- ও সব তোমার পৃথিবীর, দিলেও তুমি
নেব না আমি, ও সব কিছুই।

চাইলে আমি দিতে পার তুমি
পুরো যৌবন স্বর্গীয় প্রেম ভালোবাসা
আমি স্বর্গে পৌঁছে দেব।
তুমি দিয়ে দিলে।
নিজের করে ধরে রাখবো কিছু হাতে
চাও যদি দেব নিশ্চয়তা
এসে মধু চন্দ্রিমায় ফাগুন ঝরা রাতে।

কেউ প্রেম করে
কেউ প্রেমে পড়ে

কেউ প্রেম করে
কেউ প্রেমে পড়ে-

পলকে ঝলক দেখা
সে দেখাইতো শেষ কথা নয়
সন্ধানী চোখ উৎসুক মন

বার বার দেখে
আর মনের খাতায় তার ছবি আঁকে।
চোখ বেয়ে আসে প্রেম
মনে বেয়ে ঝরে
কেউ প্রেম করে
কেউ প্রেমে পড়ে।

আমি তোমার অনাবৃত সৈকতের
কোমল দুর্বা ঘাসের শিশিরে
দাঁড়িয়ে দেখেছি সূর্যোদয়
ঝুলানো বিসুটি লতার বনে
লজ্জাবতীলতার গুটিয়ে যাওয়া দেখেছি
দেখেছি ফাগুন ফাগুন ফুলে মৌমাছি
শ্রাবণ সন্ধ্যা চৈতী চাঁদ
একি প্রেম? নাকি মায়া?
মরু বালকার? সে কথাই মনে পড়ে
কেউ প্রেম করে, কেউ প্রেমে পড়ে।

সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত

এখন আমার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত
যৌবন প্রাচুর্যে ভরা শরীর আমার অভিসারে-
পরিতৃপ্ত রাতের প্রতি প্রহরে চুপিসারে
প্রভাত এসে সহসাই সোনালি আলো ছড়ায়।
আমি নিষেধের বেড়ী বাঁধ দেবো না তাকে-
আসুক সে আমার আত্মার শুভ্রতায়-।
আমার এই সাদর সংবর্ধনা।
শত প্রার্থনা তারই শুভ কামনায়।
বিদ্যা, অর্থ, প্রতিপত্তি যত উন্নয়ন, খ্যাতি যশ
খোলা দরজা, জানালা পথে আসবে আসুক
আমার প্রজন্মান্তরের ভালোবাসার প্রয়োজনে।

আমি তো সেই লোক

আমি তো সেই লোক
পথের মাঝে পথ হারাই-
কাদা মাটির পথ না চিনে পা বাড়াই
পিছলে পড়ে লজ্জা পেয়ে- পিছন পানে
ফিরে দাঁড়াই-
অন্ধকারে নিজের শব্দে
নিজেই আমি কেঁপে উঠি

পেছন পানে দৌড়ে ছুটি
ছোটাছুটির কারণ ছাড়াই
রাত্রি হলে চাঁদটি উঠে
হাসনাহেনার গন্ধ ছুটে
বুক ভরে তার গন্ধ নিতে
তখনই যাই দৌড়ে ছুটে-
বুকের ভিতর, তোলপাড় উঠে
ভয়ে মরি-এই বুঝি ভাই
প্রাণটা হারাই।
যেই দেখি যে আসছ তুমি
আমার দিকেই ছুটে
আর থাকি না একলা একা
আমিও যাই তোমার দিকে ছুটে।

শঙ্খনীল কারাগার

আমি কি সত্যিই বিশুদ্ধ আত্মার ব্যথিত মানুষ?
কি করে তা হয়? আমার চোখ দিয়ে

বাঘের থাবা নিয়ে যে পশু, নারীর শরীর
ছিঁড়ে খায়,
আমার মন নিয়ে যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত,
আমার হাত নিয়ে যে, শিশু শরীর প্রহার করে
আমার পা নিয়ে যে চোর দৌড়ে পালায়
পৃথিবীর মাটিকে যে সবার চেয়ে বেশি
নোংরা করে, সেই যদি আমিই তবে আমি
কি করে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার?

নাকি আমার জন্যই অপেক্ষা করছে
শঙ্খনীল কারাগার?
কাবিলের সহচর হতে কিই বা বাকী আর?

মৌমাছিগুলো উড়িয়ে দিব

আমি ছেড়ে দিব, আমার করে ধরে রাখা সব
আমি উড়িয়ে দিব চারপাশের পাখিদের
ওরা তোমাদের আকাশেও মেলতে পারে পাখা-

ওদের বোল তালের কোরাস
তোমাদের কানে বেসুরো লাগতে পারে।
ওদের পাখার পত্‌পত্‌ ধ্বনিতে হিংসেয়
মন তোমাদের ফেনিয়ে উঠতে পারে।

তোমরা যে যাই বল
এবার ঝাঁপি খুলবোই
কালকেউটে গোখরা পথেঘাটে
ফণা তুলতে পারে।

আমার বনের মৌমাছিগুলো উড়িয়ে দিব
ওরা গুণগুণ করে তোমাদের বনেও
মধু সংগ্রহে যেতে পারে।
অভয় দিচ্ছি ওরা হুল ফোটাবে না কারো শরীরে-
তবে মনেতে কারো ফোটাতেও পারে।

আবার শিকলে বাঁধা পোষা কুকুর
ওকেও ছেড়ে দিব একদিন
তোমরা তখন টের পেয়ে যাবে-
আমি বাঙালি? আরব নাকি বেদুঈন?

কবিতা আমার

কবিতা আমার
প্রাণ স্পন্দন
আলোড়িত মধুর আলাপন
আমার সাথে তোমার নিবিড় হৃদ্যতায়
চির মমতায় গড়ে উঠা
অনির্বাণ দীপ শিখা
কাগজ ভরে আলতো করে যখন যেমন লিখা।

কবিতা আমার
আয়ু দিন ভর আয়ু বায় নির্ভর বেঁচে থাকা
ধ্বনি প্রতিধ্বনির ব্যঞ্জনায়
স্মৃতির পাতায় ধরে রাখা।

কবিতা আমার
হাজার রাতের চাঁদ তারা খচিত আকাশ
মেঘলা দিনের বৃষ্টি ঝরঝর বাতাস
চৈত্র দিনের স্নিগ্ধ ভোর
হৃদয় হরণ সোনালি আলোর।

কবিতা আমার
জীবন অঙ্কের সরল সমীকরণ
সহজিয়া প্রেমের প্রেমিক হস্তের দুষ্টুমিতে
প্রেমিকা তন্বী তরুণীর বুকের বস্ত্র হরণ।
কবিতা আমার কল্পলোকের দুষ্টু প্রিয়ার প্রণয় সুধা
সারা জীবন পান করেও মিটবে না সে ক্ষুধা।

পছন্দ অপছন্দ

আধিক্যের একটি ধাতু কণাই
আমাকে অপছন্দের যথেষ্ট কারণ

তোমার দৃষ্টির তীর্যক তলোয়ারে
আমাকে ভাল লাগার অংকুরগুলো
তোমায় মন থেকে ভূঁই সমান্তরাল
কেটে ছেটে ফেলে বার বার।

আমার ইন্দ্রেয়রা আমাকেও এই
বিড়ম্বনার ফাঁদে ফেলে ফায়দা লুটে,
তোমাকেও নিশ্চয়ই-।

নইলে কি আর-
তীরবর্তী বেগবান হৃদয় ঘূর্ণিঝড়
হঠাৎ দুর্বল হয়ে অন্তরেই মিশে যায়?

তবুও আশা ছাড়িনি-মানুষ তুমি লোভী।
তোমার লোভটাকে টোপ গিলিয়ে
আমার বাসনা পূর্ণ করে নেব
বেশি লোভীরাই থাকে আগুয়ান
থাকে না তাদের ভয়-
নির্লোভ মানুষ টিকে দীর্ঘ সময়।

মহিমাময়ী

ফুল ফুটে হেসে ওঠে
বলে আমি সুন্দর-
কাছে এসে দ্যাখো চেয়ে
আমার অন্তর।

কী মহিমায় গড়া আমি
নানা রং-এ রঙিন
লাল নীলে হলুদ মিশে
সবুজ পাতার মূলে
হলুদ সাদা কালো মনোরমা ফুলে
প্রকৃতির প্রাণ আমি মধুর মধুর
গন্ধ ছড়াই মৌসুমেরই সব দিন।

সকল প্রাণের প্রিয় আমি-
দিনে কি রাতে প্রতি প্রহরে
মনের দুয়ার খোলা
ভালোবাসার পৃথিবীতে
ফুলে বরণ স্মৃতিটাকে-
যায় কি কভু ভোলা?

সবাই প্রেমিক

কেউ প্রেম করে
কেউ প্রেমে পড়ে
আসলে মানুষ সবাই প্রেমিক।

ভাল লাগা থেকেই ভালোবাসা
নর্তকী দুটি চোখের পাতার ফাঁকে
চেয়ে থাকা কালো চোখ দুটি
বেয়েই আসে প্রেম, হৃদয়ে বাঁধে বাসা

উর্বশীর কালো চুল বেনীতে ফুল
মায়া কাজল আঁকা আখির তীক্ষ্ণ চেয়ে থাকা
আর বাঁকা ঠোঁটের নিবন্ধিত হাসি
স্পন্দিত প্রাণের ঢেউ তোলা কণ্ঠ বাঁশি
ছুঁয়ে যায় অন্তরদূর-দূরান্তে সাগরের ঢেউ
নিজেকে আড়াল করবো? আমি নিরুপায়।

তোমার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর অনেক কারুকাজ
আমাকে পটিয়ে নিজেকে করেছে উজাড়
কিছু শব্দ কিছু বর্ণ, কিছু গন্ধ আর উপাদেয় কিছু খাবার
এখন শুধুই আমার।

আমি নন্দিত নই তবু তোমার নন্দনে
প্রেম বিকি কিনি করি রোজ রোজ-
দু টাকা কামাবার ফন্দি ফিকির এটা আমার।

জন্ম মৃত্যু প্রতিদিন

জন্ম মৃত্যুর খেলা চলছে মানুষের- পৃথিবী নামক গ্রহে
জনসংখ্যার আধিক্যে আমরা এগিয়ে।
বাড়ন্ত এই জনতার কেউ সাধারণ কেউ অসাধারণ।
আমার জন্ম মানে একটি প্রতিভার জন্ম।

জন্মের পরই মারা গেলে প্রতিভা অংকুরেই বিনাশ।
আমি আজ ৬৩-এর প্রৌঢ়।
এরই মাঝে কত ঝড় কত ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর রটিয়েছে
আমার এই জীবন প্রহর!

যে কোন ঝড়ে আমি ঝরে গেলে
প্রতিভাও আমার যেত পৃথিবী শূন্য করে।
পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি
প্রতিভাত আমার অনুগামী।

জানিনা আমি কতটা নন্দিত-কতটা নিন্দিত
নিরন্তরই বাড়ন্ত এই জনতার কাছে প্রশ্ন রাখিনি-
কোন মূল্য পেয়েছি কি এই প্রতিভার?

একবার চলে গেলে ইমাম হয়ে ইমামতি করতে
আসবো না কোন দিন আর,
কোন মসজিদে
মুসল্লিদের নিতে দায়ভার।

চোখে পড়ে

আপন হয়েই আসলে যখন
দেখে ফেলেছি তখন উন্মুক্ত তোমাকে।
এখন, যতই ঢেকে রাখ, চেপে রাখ
বাহু যুগলে-শাড়ির আড়ালে যতই
জড়িয়ে নাও নিজেকে-যতই দূরে যাও সরে

আমার তো সবই মনে পড়ে, চোখে পড়ে
ফিনফিনে ব্রা, ব্লাউজ। তোমার নাভীমূল
উঁকি দেয় শাড়ির ফাঁকে।
আমি দেখি তার নিচে নীলাভ একটি তিল
এবং তারপর.....।

আলিঙ্গন

পথে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন স্বপনে দেখা
অগোছালো কি সব কথা বিনিময় হলো।

স্মৃতিচারণেও এলো শৈশব, কৈশোর এবং
যৌবনের ঘটে যাওয়া কতশত কাহিনি।
মনে মনে কানে কানে কত কথা বললাম!

হাসতে হাসতে জড়াজড়ি-
মাথা লুটিয়ে বুকে তোমার পড়লাম-
ক্ষতি কি কিছু করলাম?

শপথের রাত

হঠাৎ করে ঢুকে ঘরে, অপ্রস্তুত আমাকে দেখে নিলে
তুমি লজ্জা দিলে- লজ্জা পেলাম।
শরমে গুটিশুঁটি হয়ে গেলাম
শয্যাতে আর কি হবে কথা-?
কথাতো হলো বলা।

দেখিয়ে দিলে সব ছলা-কলা-।
তুমি বললে আমি শুনলাম
আমি বললাম তুমি শুনলে
এমনতো কতই শুনেছিলাম?
ভালোবাসি- বলেছিলাম
কাছে আসি-চেয়েছিলাম
স্বীকৃতি পাইনিতো আগে কোনদিন?

ভালোবেসেছ কাছে পেয়েছ
আরও কাছে এসে আরও ভালোবেসে
কথা দাও- কথাগুলো ভুলবেনা কোন দিন
হাতে রাখ হাত আজ শপথের রাত।

আমি তাদের মত নই

আমি আমার বাবার মত নই।
বাবা দাদার মতই হাঁটতেন-
পূর্বের সূর্য কপালে ঠেকিয়ে দীর্ঘ সময়
লম্বা পথে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে
ঘুমিয়ে পড়তেন।

আমি না বাবার না দাদার
কারো মতই হতে পারিনি।
পথে হাঁটতে তিন চার চাকায়
গাড়ি এসে সামনে দাঁড়ায়
-উঠেন স্যার
অথবা ওদের জীবনে পথ অচল
কি করে হাঁটি তবে তো ওরাই সব

সারাক্ষণ বিপদের ভয় কখন কি হয়?
গাড়ী বাড়ি রাস্তা নিরাপত্তাহীন জীবন
নির্ভেজাল দুশ্চিন্তাহীন জীবন
ফিরে পাবো কি কোন দিন?

মানুষ কাব্যময়

পৃথিবী সুন্দর, সুন্দর পৃথিবীর মানুষ
মানুষের অন্তর মনে হয় আরও বেশি সুন্দর।
মানুষ পথ চলে, মনে ও মুখে
অনেক কথাই বলে- কিছু বাস্তব কিছু কল্পনা-
অনেক আবার নিছক অবান্তর।

কখনো কোথাও নতুন কিছুর দেখা পেলে
যা কিছু সুন্দর,
মন বলে কত সুন্দর!
ঠোঁট দুটোও বলে উঠে মায়াময় তুমি
তুমি এত সুন্দর!
দেখে আজ ধন্য হলাম
ভরিযে নিলাম
আমার এই অন্তর
সুন্দর! তুমি সুন্দর।

সম্ভাবনার উন্মুক্ত দ্বারে

এখন আমার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত
যৌবন প্রাচুর্যের শরীর আমার গোপন
অভিসারে পরিতৃপ্ত রাতের প্রতি প্রহরে-

চুপিসারে- প্রভাত এসে সহসাই
আমার নয়নে সোনালি আলো ছড়ায়
ভেঙ্গে ঘুম গভীর ঘুমের চোখ দুটো আমার
নতুন আলোয় বিস্ফারিত তারই দিকে চায়।

আমি নিষেধ বেড়ী দেব না তাকে
আসুক সে আমার আত্মার শুভ্রতায়
আমায় এই সাদর সংবর্ধনা,
শত প্রার্থনা তারই শুভ কামনায়-।

বিদ্যা- অর্থ আসে আসুক
প্রতিপত্তি উন্নয়ন খ্যাতি যশ-
আসে আসুক আসতে দাও
খোলা দরজা খোলা জানালা খোলাই থাক
প্রজন্মান্তরের প্রয়োজনে আসুক আলো–

দেশ মাতাকে বাসবে ভালো- বাসতে দাও
প্রাণের সাথে প্রাণ মিলিয়ে
হাসতে চায় যে হাসতে দাও।

আপন করে নাও

ফুল দিয়ে বরণ-সেতো অনেক ভালো-
জানি, তবু চাইব আমি বরং পারো যদি
আমার চলার পথের কাঁটা কোন
তুমি সরিয়ে দাও।

মায়া কান্নার নোনা জলে দু'চোখ ভরিও না
বরং পারো যদি- কষ্ট ভুলে মনটা খুলে
হৃদয় ছুঁয়ে হাসো
প্রাণেতে প্রাণ মিলিয়ে চোখে চোখ স্পর্শ করে
হৃদয় মেলে হাসো

আপন ভেবে আপন করে এই আমাকে
দু'হাত মেলে বুকে জড়িয়ে নাও।

বৈরিতা

মানুষে মানুষে যুদ্ধ প্রতিনিয়ত
তবে কি মানুষ নতুন প্রসাতি
একবিংশ শতাব্দীর মমতাহীন হিংস্র
লোভী লালসায় প্রলুব্ধ।

আশরাফুল মাকলুকাত! বিবর্তনের ধারায়
বিলুপ্তির পথে ওরা-।

এখন মানুষ আর পশু এক ভাগারে খায়
দয়া দাক্ষিণ্য আর ভালোবাসা
মানুষ পাবে কোথায়?

সভ্যতার পুঞ্জিভূত জ্ঞান- শিক্ষা-দীক্ষা
প্রেম, ভালোবাসা-রক্ষাকবজ মানবতার
বিশ্বাসের ক্রান্তিকাল সমাগত
মানুষ পশুর দরবারে এখন
শান্তি চুক্তির অনিবার্য দরকার।

নির্লজ্জ

বনের বাদর-একটি পশু-দুষ্টুমি তার স্বভাব
বন্ধু তুমি জানে প্রাণে মানুষ-তোমার কীসের অভাব;
শ্রমের দামে খেয়ে পরে বেশতো আছ
ভালই তুমি থাক।
পরের স্বার্থে জুলুম করে
হাতটা কেন তার পকেটেই রাখ?
নির্লজ্জ তুমি পশুর অধম-ভাগ্যিস
পরনে রেখেছ কিছু।
নইলে পশুরাও অবাক হতো থাকতো চেয়ে
নিতো তোমার পিছু।

মানুষ তুমি পশুতো নও- মানবতা শিক্ষা নাও
গুরুর কাছে দীক্ষা নাও- লোক সমাজে ফিরে যাও।

অম্লান স্মৃতি

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার-
ভিডিও অথবা মোবাইল ক্যামেরা
কোনটাই এখন আমার হাতে নেই্

পথিমধ্যে দেখা-তুমিও তো একা
সেলফি করে নেয়া যেতো তোমার ছবি
কিন্তু! হলো না- কপালে নেই লেখা।

গুরুকে দেখাবো-আমার শত্রু মিত্র
গ্যালারির শ্রেণিমত বসে থাকা দর্শক
দেখানো ব্যবস্থাপনা নেই-
কি করে তোমাকে কথা দেই?

ভুলবো না তোমাকে, মন থেকে
স্মৃতি তোমার মুছে যাবে না

হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই
যতই দূরত্বে দূরে যাই

অম্লান স্মৃতি হয়ে থাকবে তুমি
সে কথাই তোমাকে আমি
নিশ্চিত বলে দিতে চাই।

বাঁচতে শিখা

কাঁদাসনে মা আমারে তুই
কষ্টের কথা বলে-
কষ্টের কথা শুনলে মাগো
দু' চোখ বেয়ে ঝরে জল
আর শরীরটাও পাই না কোন বল
পা দুটোও, হয় অবশ অচল।

বল না মারে তুই আমারে চলবো আমি
কেমন করে জীবনের দীর্ঘ পথ
দুই পা ফেলে হেঁটে হেঁটে বিরামহীন অবিরল।

আমাকে মা হাসতে শিখা,
প্রাণ খোলা হাসি সবকে ভালবাসি
সারা জীবন বাঁচতে শিখা
আমি কভু কাঁদবো না মা-হাসবো শুধুই
তাথৈ তাথৈ নাচবো আমি
পায়ে পরেছি ঘুঙুর বেঁধেছি নতুন মল।
দুঃখের কথা ভেবে আর ফেলবো না
চোখের জল।

আনন্দ-বেদনা

অল্প আনন্দে মানুষ মৃদু হাসে
প্রথম চাঁদের হাসি।
বেশি আনন্দে খলখলিয়ে সূর্যের হাসি হাসে।
বড় প্রেম কাছে টানে বিচ্ছেদে ব্যবধান বেশি গহীন বনবাস-
যে মন ভালোবাসে, সেইতো কাছে আসে
অর্থবহ যাপিত জীবন পরম আনন্দে সহবাস।
নামে দুচোখ ভরে ঘুম-
চেয়ে পেলে তৃপ্ত হৃদয়
না পেলে কষ্ট কত? যন্ত্রণাময় দগ্ধ হৃদয়
নিজেই বুঝে ভালোবাসার চুম
বুকের ভিতর তোলপাড় সারাক্ষণ
গমোট আঁধার পোষে মন।
সুখ দুঃখের রকমফের চাঁদ সূর্যের মতই-
প্রিয়জন হারানোর বেদনা
কি ব্যথাময় যন্ত্রণা?
সে ব্যথা হৃদয় কখনো ভুলতে পারে না-
কালো মেঘে আকাশ ছাওয়া শ্রাবণের
বর্ষা নামিয়ে দু'চোখ কাঁদুক যতই।

কালের হাওয়া

চলার পথে প্রায়শই চোখে পড়ে
ছেলে মেয়ে পার করা উনিশ কুড়ি
হাতে রেখে হাত উড়িয়ে ওড়না

এক সাথে রিক্সা, ভ্যান অথবা অটোতে
চলে মেয়ের বয়সী আমারই অথবা
স্ত্রীর মতই দূর থেকে দেখে মনে হয়
কাছে এলে ভুল ভাঙ্গে, না না তারা নয়।

অনুরূপ আবার দেখে লজ্জা লাগে,
মুখ ফিরিয়ে নেই-আবার দেখি

কালো গাড়ির কালো গ্লাসের ফাঁকে
উঁকি দেয় কপোত-কপোতী মুখে মুখ রাখে
ঠোঁটে ঠোঁট ছিঃ ছিঃ লজ্জাহীন চুমু দেয় গালে
যুগের হাওয়া বদলে গেছে-
আরও কত কি ঘটে কে জানে লোক চক্ষুর অন্তরালে?

তোমাকে পেলাম

কিছুইতো হারাইনি- টাকা-কড়ি সোনাদানা
তবুও একটা কিছু খুঁজি।

আর আমাদের পুঁজি
এক নয়- তবুও মিলিয়ে দেখি
সব কিছু ঠিকঠাক আগের মতই-
কষ্টগুলো দুঃখগুলো ভালোবাসা ছিল যতই।
শুধু শুধুই ভাবি-খুঁজতে থাকি-

কই-কিছুইতো, খুঁজে পাচ্ছি না
দু' চোখ ভরে জল ঝরিয়ে কাঁদছিলো-।

তুমি কিছু পেলে?
না না- পাবে কই? আমি না হারালে
আমি পাইনি
তুমি পাওনি
সে পায়নি-।
তবে কে পেয়েছে?
পেয়েছে কি কেউ; কখনো?
না হারিয়েও খুঁজে পেলাম
আমি তোমাকেই
তুমি কাছে এলে যেই।

তথাকথিত জ্ঞানী

শিক্ষালয়ে শিখতে এসে
আমরা যা পেলাম, যাত্রা পথের যাত্রী
এসো তার ব্যবহার নিশ্চিত করি।

সংকল্প অটুট থাকলে
এগুবেই আমাদের যাত্রা
সবাই বেঁচে থাকলে
কেউ যদি না মরি
যাত্রা আমাদের হবেই হবে শুভ।
এ কথাটিই ধ্রুব।

যত জ্ঞান অর্জিত হল
যত আরও হবে-
সবগুলো জড় করে
জ্ঞানের যে মহা ভান্ডার গড়ে উঠবে
সে তো অনেক বড়
তোমরা যা করেছ অনেক কষ্টে জড়
ধন ভান্ডারের চেয়েও
মূল্যবান অধিকতর
জ্ঞানীরা কি কাজ করি
পরের সমালোচনা আর
সময়ের অপব্যবহার ছাড়া
আর কি-ই বা করি-
এ যে ঘৃণার কাজ বড়ই গর্হিত
সমালোচকদের অশ্রদ্ধা ছাড়া
আর কি বা ছুড়ি-

আমি আর কাঁদবো না

মাকে বলেছি "আমি আর কাঁদবো না-"
হাসবো শুধুই কাঁদবো না।

কাঁদলো শুধুই চোখ ভিজে যায়-
ফোটায় ফোটায় পড়ে জল।
ওই চোখ মোছাতে দে না মা তোর
শ্যামল গায়ের কোমল আঁচল।

মাঠের পানে যখনই যাই
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি মরছে দেখে
মনে বড়ই কষ্ট পাই।
মরছে ওরা আরও মরুক আমি কেন দুঃখ পাই?
কষ্ট পাই! ওরা আমার পথের সাথী বন্ধু তাই
আরও কত বন্ধু আমার ঝড় তুফানে মরে
ওদের কথা মনে হলেও চোখে জল ঝরে।
মিথ্যে আমি বলছি তোরে ওমা! আমার কোন বন্ধু নাই
বন্ধু ছাড়া এ জগতে কারো কাছে মূল্য নাই।
সবার সুখে হাসবো আমি কখনো আর কাঁদবো না।

কবির স্বপ্নই কবিতা

কবিরা স্বপ্ন দেখে-তাদের স্বপ্নই কবিতা।
মানুষের স্বপ্ন মনে রাখতে হয়।
স্বপ্ন তাকে পরিণতি দেয়।
স্বপ্নহীন মানুষ জীবনমৃত- স্বপ্ন দেখে না তারা।
মৃতেরা সটান শুয়ানো লম্বা ঘুমের
নড়া-চড়াহীন আত্মা।
কখনোই আর ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠবে না তারা।

জীবিতেরা স্বপ্ন দেখে-ঘুমে
জাগ্রত চেয়ে চেয়েও স্বপ্ন দেখে
তাদের স্বপ্নগুলো তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়
তারা নাচে-গায় নেচে গেয়ে নাচের
মঞ্চে তোলে তোলপাড় দল বেঁধে কখনো বা
একাকী একা

জাগ্রতেরা ভোজন-রসিক খায়
ক্ষুধার জ্বালা বেড়ে গেলে বনের বাঘ
হরিণ শিকারে যায়।

প্রতিটি প্রজাতিই জনন হরমোন আধিক্যে
লিঙ্গভেদ সঙ্গ খুঁজে নেয়।

স্বপ্নহীন কবি-নিরব-মনে তার
এখন আর কোন স্বপ্ন নেই।
কবিতা নেই।
মৃতের শরীর থেকে দিন দিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন
খসে পড়ে, কবির কাব্য থেকে অক্ষর
অঙ্গ ক্ষয়ে যাবে- তার সোনালি অতীত।

কবিকে গুড বাই

তিনি একজন কবি–
বেশতো ছিলেন আমাদের মাঝে
লিখলেন অজস্র কবিতা সকাল-বিকেল সাঝে
আমাদের মন প্রাণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
বলে গেলেন কথা- লিখে গেলেন

কাব্যকলা আমাদের খুব কাছের মানুষ হয়ে।
যুগ যন্ত্রণায় ভাঙ্গা হৃদয়ে কষ্টের বোঝা বয়ে।
রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সমাচার
সকল কথার সফলতায়
ছিলেন তিনি অগ্রণী হয়ে।
মিথ্যে, ধোঁকা, প্রবঞ্চনায় দেখিনি তারে
তার ঠোঁট ভেংচিয়ে দেয়নি কাউকে, কখনও দুঃখ বারতা
সারল্যে তিনি নীতি-নিত্যে আদর্শ আঁধারে প্রদীপ
হে কবি- ফুল চন্দন তোমার কপালে
দিয়ে দিলাম টিপ-ভালোবাসার
অন্তরালে যেখানেই থাক-ভাল থেকো খুব খুব।
তোমাকে গুডবাই- কবি।
তোমাকে গুড বাই।

কবি ও কবিতা

কবি যখন রাস্তায় নামেন
ঘর ছেড়ে বাহির আঙ্গিনা
কবিতাও সহগামী মন ও মগজে
টেবিলে লিখতে গেলেও সাথী
খাবারের এমন কি রাতের বিছানায়
ঘুম অঘুমের সহচরী।

কবি যদি প্রশ্ন রাখেন-
কেন আমারে কষ্ট দিস?
প্রতি রাত উপর্যুপরি নষ্ট করিস।
কবিতা তুই! তুমি কি মেয়েলী হাতের
নরম ছোঁয়া পেলেই আমি রোমাঞ্চিত
অথবা কুমারীর লাস্যময়ীর মুগ্ধ মধুর
প্রেমালাপ অফুরন্ত..... দীর্ঘক্ষণ
নাকি প্রধানতম কোন দেশ নেতার
বলিষ্ঠ হাত, ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর?

উত্তরে কবিতা নেপথ্যে হেসে বলে-
বোকা কবি! এত দিনেও তোমার কবিতাকে
চিনতে পারোনি- কবি?

আমি তোমার ভিতরের তোমার মতই
বাহিরের স্ত্রী কন্যার মতই
আর দু' দশ জনের মতই একদিন
আমি তোমাকে জানাবো গুড বাই।

পৃথিবীর রঙ্গ মঞ্চে

পৃথিবী যদি রঙ্গমঞ্চই, তবে
এখানে কেউ হাসতে আসে
কেউ হাসাতে আসে,
কেউ কাঁদতে আসে
কেউ কাঁদাতে আসে।

আসা যাওয়ার এই জীবন মঞ্চে মনে হয়-
কেউ কেউ সার্থক অভিনেতা
নিঁখুত তাদের অভিনয়।

কেউ ছড়াতে আসে অমীয় অমর বাণী
কেউ কেউ রেখে যেতে চায় অমর কীর্তি
অতিশয়-বিস্ময়।
কেউ হতে চায় মহা রাজা-কেউ বা মহারানী।
আমরা সাধারণ
আসি যাই অকারণ
আমাদের আসা যাওয়ার কাল শত সহস্র বছর
গত হল হবে পার মহাকাল
শুনবে না কেউ কারো বারণ।
কেউ হচ্ছে- হবে কারো কারো মৃত্যুর অনিবার্য কারণ।

বাঁধন হারা

আকাশের রং নীল হলেও
মেঘেদের রং হতে পারে সাদা কালো মিশ্রণ
মনের দেয়াল সাদা হলেও
ভালোবাসার রং হতে পারে গাঢ়- লাল
অথবা-সবুজ হলুদ মিশ্র।

আলোতে আঁধার দূরেতে মিলায়
ফাগুনে বন রেঙ্গে ফোটে ফুল,
ছন্দে-গন্ধে- আকুল প্রাণীকুল
বর্ষায় নদী ভাঙ্গে একূল ওকূল-।
বয়স হলে
ভালোবাসায় প্রেমী মন বিহবল
আহা কি আনন্দে
আকাশে-বাতাসে প্রেম প্রেম গন্ধ-।
হৃদয়ের লাল রং-এ ভালোবাসার
মিষ্টি রোদে কালো মেঘের বৃষ্টি ভিজে
মন মগজ একাকার
ভালোবাসা বাঁধন হারা বলগা হরিণ
মাঠ পেরুনো তেপান্তর।

মহা সংশয়

দুর্বল হয়ে দুর্বল কথা
কারো কাছে বলতে নেই।
অসৎ বন্ধু সঙ্গী হলে
তারও সাথে চলতে নেই।

যাকে কিছু বলতে নেই
সাথে যার চলতে নেই
সে কখনো বন্ধু নয়।

লোক দেখানো বিদ্যা জারে-
মুখে বলতে সবই পারে-
সে আসলে কিছুই পারে না-
ভং ধরা ওই বিদ্যাপতি কিছুই করতে জানে না-
হাব-ভাব তার যত কিছু সব কিছু তার অভিনয়।
তারে নিয়ে নামলে মাঠে পরাজয়
খেলায় নিশ্চিত
তার চেয়ে ভাই দূর করে দাও
মনের সংকট- মহাসংশয়।

তারই হাতে কাস্তে দাও

চোখের পাতায় স্পর্শ রেখো না
চোখ দুটো বড়ই লাজুক।
সুরের বাঁশী বন্ধ করো না
আনমনা সুর বাজে বাজুক।
দু' চোখ যাকে বাসছে ভালো
তাকে ভালোবাসতে দাও।
বেশি বেশি সাজতে চায় যে-
সাধ মিটিয়ে সাজতে দাও।
কষ্ট ভুলে দোয়ার খুলে-
সঙ্গে তোমার আসতে চায় যে- আসতে দাও।
কৃষির নেশায় কৃষি পেশায়
আসতে চায় যে আসতে দাও
তারই হাতে কাস্তে দাও-
কাস্তে তোমার যে সানাবে ভালো।

মাপ-জোক

এমন একটা বয়স ছিল–
বয়স্য বন্ধু পেলে– পাশে দাঁড়িয়ে
উচ্চতা মেপে নিতাম- ।

সুন্দরী কেউ হলে উজ্জ্বলতা নির্ণয় করতাম-
রং রূপ, চোখ মুখ এবং
এমন কি নাকের সৌন্দর্যও দেখে নিতাম
ওজন উচ্চতাতো বটেই।
দৌড়বিদ হলে দৌড়িয়ে নিতাম।

এখন এমনকি বয়স হল?
কারো পাশে ঘেঁষি না
সঙ্গীদের সাথে মিশি না।
এখন উচ্চতা মাপি না–।
বয়স মাপি না।
আগে দোলনা পেলে– দুলে নিতাম
সঙ্গীদেরও দুলিয়ে দিতাম।
এখন কারো দোলনায় চাপি না।
কারো কিছু মাপি না।

তুমি

যতদিন তোমাদের মাঝে ছিলাম–
প্রায়শই একটি দু'টি করে
লিখতাম কবিতা–কাগজের পাতা ভরে।
তোমাদের ছেড়ে ইদানিং যদিও অবসরে–
তবুও লিখছি নতুন নতুন

কবিতায় মন ভোলাবো ভেবে
তোমাদের হাতে দিচ্ছি কবিতার পেয়ালা
চুমুকেই তৃপ্তি হাসবে আর ভালোবাসবে
খুবই নিকট বন্ধু করে নেবে
আমাকে, কেউ কেউ প্রিয়জনকে খুব।
তাইতো আমি লিখি- লিখছি
অজস্র কবিতা ছোট-বড়।

আমার সবচেয়ে বড় কবিতাটি "তুমি"
বিশালাকায়-এভার এন্ডিং লাইনে সাজানো।
তোমাকে দেখছিতো দেখছিই–
তোমাকে লেখছিতো লেখছিই–
মনে হয়–
কখনোই শেষ হবার নয়।

সুরেলা স্বরধ্বনি

আমার ভিতরে আমি নিজেকে করেছি ধারণ
তোমাকেও করেছি কারণ-ওহে দয়িত্রী!
চিৎকার করো না-বরং
সহাস্য মুখে সুরেলা কণ্ঠের স্বরধ্বনি শোনাও–
হ্যা সূচক বাক্যালাপে বিমোহিত কর–
ভিতরের তোমাকে এই আমাকে, সমর্পণ কর–
প্রিয় দয়িতার কাছে, যেন শুধু ভাল লাগে।
পৃথিবীর যত সুখ নিয়ে নাও মধুর অনুরাগে।
স্বর্গ সুধা পান করে নাও সূর্য উঠার আগে
ক্ষিপ্রতায় বাড়িও না হাত- ভীষণ লাগে
ছুঁয়ো না অগ্রভাগ তবুও বাড়ালে!
মাড়ালে আমার যন্ত্রণার দাগ।

আমার স্নায়ুর পরিস্ফুটন তোমার মধুময়
তোমার সুরেলা ধ্বনি আমাকে আপ্লুত করে আমি জেগে উঠি
ঝর্ণার মত ঝরছি আমি পাহাড় বেয়ে
নদী বয়ে ছুটছি আমি সাগর মোহনায়-।
শুধু তোমার অনুরাগে।
তোমার সুখ সান্নিধ্য পেতে চাই একান্তই তোমার
উদাত্ত আহ্বান কেন এত ভাল লাগে বলবে কি?

মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেম যোদ্ধা
ওরা চায়নি মায়ের কোলে
চিরদিন রক্ত ঝরুক নৃশংসতায় ঝরে পড়ুক
অবলা বাঙালির প্রাণ
ওরা চেয়েছিল স্বাধীনতা বাংলার
পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়ে তাই
দেশের জন্য জীবন দিয়ে
যুগ যুগ যুদ্ধের অবসান।

কণ্ঠ কাঁপিয়ে গেয়ে উঠলো ওরা
জীবনের জয়গান
স্বাধীনতার অমর সংগীত
গর্জে উঠলো রণাস্ত্র যত
রাইফেল-বুলেট কামান।

মানবতার হুঁশিয়ারী

এ কেমন দৈত্যপনা?
মানুষকে পিঁপড়েও ভাবো না!
তবে মানুষ করবে কি?

মাটির ভিতর লুকিয়ে রবে!
তা কি হয়? মানুষতো আর ইঁদুর নয়।
দম্ভে উড়াও ধূলো–
কলার বদলে দেখাও মুলো।
হেঁয়ালীপনা ছাড়।– শোন–
মানুষ হল পৃথিবীর রাজা

দিনে দিনে তার গুণগান শুনবে কত আরও
মিথ্যে তারে ভয় দেখিয়ে নিজে মকা মার
ফন্দি আটা ছাড়।

ভালোবাসার মন

তোমরা যা খুঁজো আমরা যা খুঁজি
দুইয়ে মিলে আসলে
আমরা একই জিনিস খুঁজি।
নিকট দূরে যেখানেই বেড়াই
খুঁজে বেড়াই
ভালোবাসার একটি মন।
জল স্থল আকাশ কিংবা পাতালে
পাবো কোথায় গেলে? এক জন
চাওয়ার মত তেমন শুভ্র মন
যার হৃদয় চাওয়ার মত তেমন ভালোবাসার মন।

চোখ বেয়ে আসে প্রেম
মন বেয়ে ঝরে।
কেউ প্রেম করে
আর কেউ প্রেমে পড়ে।
মানুষ আমরা সবাই প্রেমিক।